ছাত্রলীগের দুই পক্ষে কয়েক দফা সংঘর্ষ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাবি প্রতিনিধি

সালাম না দেওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে গত শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত কয়েক দফা হাতাহাতি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মেজবাহুল হক মেজবাহ ও কার্যনির্বাহী সদস্য মুক্তাদির তরঙ্গের অনুসারীদের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় গুরুতর আহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে সংঘর্ষের জেরে মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা হলে দেশি অস্ত্র নিয়ে মহড়া চালিয়েছে বলে এক পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

ছাত্রলীগ ও ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যান মেজবাহর অনুসারী ছাত্রলীগকর্মী আরমান খান ও সৈয়দ আমীর আলী হলের উপপরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মাহফুজ আনাম (তরঙ্গের অনুসারী)। নামাজ শেষে বের হয়ে তাঁদের দুজনের দেখা হয়। এ সময় সালাম না দেওয়ায় আরমানের ওপর চটে যান মাহফুজ। পরে মাহফুজকে ডেকে আনেন মেজবাহ।

তাঁদের মধ্যে বাগবিতণ্ডার এক পার্যায়ে মাহফুজকে মারধর করেন আরমান।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে মাহফুজের নেতৃত্বে কয়েকজন মিলে মেজবাহর অনুসারী রাজুকে মারধর করে জোহা হলে পালিয়ে যান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মেজবাহ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে জোহা হলের সামনে অবস্থান নেন।

জোহা হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি চিরন্তন চন্দ বলেন, অবস্থানের এক পর্যায়ে রাত ২টার দিকে মেজবাহ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে হলের মধ্যে দেশি অস্ত্র হাতে মহড়া চালান।

বিষয়টি সমাধানের জন্য রাত ৩টার দিকে উভয় পক্ষকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে ডাকা হয়। সেখানেও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ রুনু এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ বিষয়ে মেজবাহ বলেন, ‘মাহফুজ একসময় আমার রাজনীতি করত। তাকে আমার পোলাপান সালাম-কালাম দেয়নি বলে থ্রেট (হুমকি) করেছে।

এ জন্য তাকে ডেকেছিলাম। তখন আরমান ও মাহফুজ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। আমি তাদের থামাই।’ এ বিষয়ে মুক্তাদির তরঙ্গ বলেন, ‘মাহফুজের সঙ্গে এক বন্ধুর ঝামেলা হয়েছে বলে শুনেছি। এর বেশি কিছু জানি না।’